অথবা

মৌলিক অধিকারের সঙ্গে রাষ্ট্রপরিচালনায় নির্দেশমূলক নীতিগুলির পার্থক্য নির্দেশ কর। [B.U. 1990, '92, '96, '98]

উত্তর। রাষ্ট্র পরিচালনায় নির্দেশমূলক নীতিগুলির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যগুলি যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে হলে মৌলিক অধিকারগুলির সঙ্গে নির্দেশমূলক নীতিগুলির পার্থক্য জানা দরকার।

প্রথমত, মৌলিক অধিকারগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য, কিন্তু নির্দেশমূলক নীতিগুলি বলবৎযোগ্য নয়।

দ্বিতীয়ত, মৌলিক অধিকারগুলি সরকারের কার্যকলাপের ওপর বাধা নিষেধ আরোপ করে, তাই এগুলি নেতিবাচক। অপরপক্ষে নির্দেশমূলক নীতিগুলি রাষ্ট্র কী কী কার্য সম্পাদন করবে সে সম্পর্কে কতকগুলি ইতিবাচক নির্দেশ দেয়।

তৃতীয়ত, মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতির মধ্যে বিরোধ বাধলে মৌলিক অধিকারটিই প্রাধান্য পায় এবং নির্দেশমূলক নীতিটি বাতিল হয়ে যায়।

চতুর্থত, মৌলিক অধিকারগুলিকে বলবৎ বা কার্যকর করার জন্য কোনো পৃথক আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে কার্যকর করার জন্য পৃথক আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হয়।

পঞ্চমত, ১৩ (২) নং ধারা অনুযায়ী মৌলিক অধিকারবিরোধী আইন বাতিল হয়ে যায়, কিন্তু নির্দেশমূলক নীতিবিরোধী আইন বাতিল করা যায় না।

ষষ্ঠত, মৌলিক অধিকারগুলির উদ্দেশ্য হল গণতান্ত্রিক সমাজ গঠন, কিন্তু নির্দেশমূলক নীতিগুলির উদ্দেশ্যে হল জনকল্যাণকামী সমাজব্যবস্থা গঠন।

সপ্তমত, মৌলিক অধিকারগুলি মূলত রাজনৈতিক প্রকৃতিসম্পন্ন, নির্দেশমূলক নীতিগুলি মূলত অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রকৃতিসম্পন্ন।

তবে সবশেষে মনে রাখতে হবে, মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতিগুলির মধ্যে আইনগত পার্থক্য যাই থাক না কেন, উভয়ের মধ্যে মৌলিক কোনো বিরোধ নেই, বরং একে অপরের পরিপূরক।

উভয়েরই উদ্দেশ্য এমন একটি জনকল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যেখানে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত থাকবে। মিনার্ভা মিলস্ বনাম ভারত সরকার মামলায় (১৯৮০) সুপ্রীম কোর্ট মন্তব্য করে যে, মৌলিক অধিকার এবং নির্দেশমূলক নীতিসমূহ সংবিধানের বিবেক (conscience) স্বরূপ। এদের মধ্যে কোনো বিরোধ তো নেইই, উপরন্তু একে অপরের পরিপূরক। নির্দেশমূলক নীতিগুলি কয়েকটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের কথা বলে, আর মৌলিক অধিকারগুলি সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায় নির্দেশ করে। এদের কোনোটিকেই বাদ দেওয়া যায় না।

প্রশ্ন **উপরাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও পদমর্যাদা ব্যাখ্যা করো।**

উত্তর: **পদমর্যাদা:** পদমর্যাদার দিক থেকে রাষ্ট্রপতির পরেই উপরাষ্ট্রপতির স্থান। তবে কিছুকাল পূর্বেই পদমর্যাদার দিক থেকে উপরাষ্ট্রপতি ছিলেন তৃতীয়, অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর পর। বর্তমানে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়েছে। কোনো কারণে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে বা রাষ্ট্রপতি ছুটি নিলে উপরাষ্ট্রপতি অস্থায়ীভাবে রাষ্ট্রপতি হন। তা ছাড়া, পদাধিকার বলে উপরাষ্ট্রপতি রাজ্যসভার চেয়ারম্যান হিসেবে সভার কাজ পরিচালনা করেন।

♦ **নির্বাচন**

উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা। যে পদ্ধতিতে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন তাকে বলা হয় 'একক সমানুপাতিক হস্তান্তরযোগ্য প্রতিনিধিত্ব'। গোপন ব্যালটে এই নির্বাচন সম্পন্ন হয়।

উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হতে গেলে কিছু নির্দিষ্ট যোগ্যতা (66 ধারা) থাকতে হবে। যেমন— 1. ভারতের নাগরিকতা, 2. কমপক্ষে 35 বছর বয়স, 3. কোনো লাভজনক সরকারি পদে থাকা চলবে না।

যদি তিনি রাজ্য বা কেন্দ্রের কোনো আইনসভার সদস্য হন তাহলে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে গেলে তাঁর আইনসভার সদস্যপদ খারিজ হয়ে যায়। পদ প্রার্থীর মনোনয়ন পত্র 20 জন সাংসদ দ্বারা প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হওয়া দরকার।

উপরাষ্ট্রপতির মেয়াদকাল পাঁচ বছর। অবশ্য তার আগে মৃত্যু বা পদত্যাগজনিত কারণে এই পদ শূন্য হতে পারে। ইমপিচমেন্ট পদ্ধতিতে পদচ্যুত করা যায়। এর জন্য 14 দিন পূর্বে নোটিশ দিতে হবে। তারপর প্রথমে রাজ্যসভায় প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হওয়ার পর লোকসভায় প্রেরণ করা হয়। সেখানেও অর্থাৎ লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হলে উপরাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করা যায়।

♦ কার্যাবলি

ভারতের শাসন ব্যবস্থায় পদ মর্যাদায় রাষ্ট্রপতির পর অর্থাৎ, দ্বিতীয় স্থান হলেও উপরাষ্ট্রপতির প্রকৃতপক্ষে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ নেই। তবুও উপরাষ্ট্রপতি যেসব কার্যাবলি ও ক্ষমতা প্রয়োগ করেন তাঁর মধ্যে প্রথম ও প্রধান কাজ হল রাজ্যসভায় সভাপতিত্ব করা। পদাধিকার বলে উপরাষ্ট্রপতি রাজ্যসভার চেয়ারম্যান। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উপরাষ্ট্রপতির অনুকরণে (সেনেটে সভাপতিত্ব) এই ব্যবস্থা আমাদের সংবিধানে রাখা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, সংবিধানের 65 নং ধারা অনুসারে মৃত্যু, পদত্যাগ, ছুটি বা অন্য কোনো কারণে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে রাষ্ট্রপতির পদ অলংকৃত করেন উপরাষ্ট্রপতি। যেমন—রাষ্ট্রপতি ড. জাকির হোসেন ও রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদের মৃত্যুর পর উপরাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরি ও উপরাষ্ট্রপতি বি. ডি. জাত্তি রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। তবে এক্ষেত্রে মার্কিন নীতি অনুসরণ করা হয় না। মার্কিন দেশে রাষ্ট্রপতির মৃত্যু বা পদত্যাগ করলে উপরাষ্ট্রপতি স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রপতি হন। কিন্তু ভারতে অস্থায়ী ব্যবস্থা। কারণ, 6 মাসের মধ্যেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হয়।

উপরাষ্ট্রপতি যখন রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন তখন তিনি রাষ্ট্রপতির বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা পাবেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, এই সময়ে রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারপার্সেন রাজ্যসভায় সভাপতিত্ব করেন।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রপতি যদি কোনো কাজের দায়িত্ব উপরাষ্ট্রপতিকে প্রদান করেন তবে সেই কাজও উপরাষ্ট্রপতি দায়িত্ব সহকারে করে থাকেন।

1978 খ্রিস্টাব্দে 44তম সংবিধান সংশোধন করে বলা হয় রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো মামলা হলে সুপ্রিম কোর্টে তার চূড়ান্ত মীমাংসা হবে।